ডব্লিউএইচওর আঞ্চলিক প্রধানের পদ থেকে পদত্যাগ করলেন সায়মা ওয়াজেদ



সায়মা ওয়াজেদ পুতুল। ছবি: সংগৃহীত

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অঞ্চলের আঞ্চলিক পরিচালক পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মেয়ে সায়মা ওয়াজেদ পুতুল। জালিয়াতির অভিযোগে WHO ও বাংলাদেশের কর্তৃপক্ষের তদন্ত চলার মধ্যেই বুধবার (৮ সেপ্টেম্বর) তিনি পদত্যাগ করেন বলে জানিয়েছে রয়টার্স।

২০২৪ সালের শুরুতে পাঁচ বছরের মেয়াদে WHO-এর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অঞ্চলের আঞ্চলিক পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব নেন সায়মা ওয়াজেদ। পরে গত বছরের শেষ দিকে তাকে বেতনবিহীন প্রশাসনিক ছুটিতে পাঠানো হয়। এর আগে ২০২৫ সালের জুলাইয়েও তাকে ছুটিতে রাখা হয়েছিল। একই বছরের মার্চে বাংলাদেশের দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) প্রতারণা ও জালিয়াতির অভিযোগে তার বিরুদ্ধে মামলা করে।

রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত ৩ জুলাই WHO-কে সায়মার আইনজীবীরা একটি চিঠি দেন। সেখানে তার বিরুদ্ধে চলা তদন্তের বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়। চিঠি অনুযায়ী, চীন সফর ঘিরে আর্থিক অনিয়ম এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পর্কে ভুল তথ্য দেওয়ার অভিযোগে সায়মার বিরুদ্ধে তদন্ত করছে WHO। তবে এসব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন তিনি।

সায়মার বিরুদ্ধে বাংলাদেশে অবৈধভাবে জমির প্লট নেওয়ার অভিযোগও রয়েছে WHO-এর। তবে WHO মহাপরিচালক টেড্রোস আধানম গেব্রেয়েসুসকে দেওয়া পদত্যাগপত্রে সায়মা বলেন, সংস্থাটিতে যোগ দেওয়ার আগেই তিনি ওই জমি নিয়েছিলেন। শেখ মুজিবুর রহমানের পরিবারের সদস্যদের জন্য প্রযোজ্য একটি আইনের আওতায় তিনি জমিটির অধিকার পেয়েছিলেন বলেও জানান।

চীন সফর নিয়ে আর্থিক অনিয়মের অভিযোগও অস্বীকার করেছেন সায়মা। জুলাইয়ের চিঠিতে তিনি বলেন, ভ্রমণ ব্যয়ের অর্থ ফেরত নেওয়ার আবেদন প্রক্রিয়ায় দায়িত্বে থাকা এক সহকারীর প্রশাসনিক ভুলের কারণে বিষয়টি তৈরি হয়েছিল। ওই অর্থের পরিমাণ ছিল ৯০১ ডলার।

শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে ওঠা অভিযোগের বিষয়ে সায়মা বলেন, বাংলাদেশে অটিজম নিয়ে তার কাজের স্বীকৃতি হিসেবে তিনি একটি সম্মানসূচক ডক্টরেট পেয়েছেন। এই বিষয়টি WHO মহাপরিচালক টেড্রোসকেও তিনি জানিয়েছিলেন বলে পদত্যাগপত্রে উল্লেখ করেন।

‘আস্থা ও বিশ্বাস হারিয়েছি’

বুধবার রাতে টেড্রোসের কাছে পাঠানো পদত্যাগপত্রে সায়মা বলেন, যে অঞ্চলের দেশগুলোর সেবা করার জন্য তাকে আঞ্চলিক পরিচালক নির্বাচিত করা হয়েছিল, সেই দায়িত্ব তিনি আন্তরিকতার সঙ্গে পালন করেছেন।

তবে টেড্রোসের নেতৃত্বে WHO-এর ওপর তার আস্থা ও বিশ্বাস আর নেই বলে পদত্যাগপত্রে উল্লেখ করেন সায়মা। দায়িত্ব পালনে তাকে বাধা দেওয়া হয়েছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি।

বেতনবিহীন ছুটিতে যাওয়ার পর প্রায় এক বছর কোনো পারিশ্রমিক না পাওয়ায় তার আর্থিক পরিস্থিতি অসহনীয় হয়ে উঠেছিল বলেও জানান সায়মা। এসব পরিস্থিতির মধ্যেই তিনি পদ থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নেন।

সূত্র: রয়টার্স।